بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

কুর’আনিক দু’আ সমূহ:৭

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা কাহফ

رَبَّنَآ	ءَاتِنَا	مِن	لَّدُنكَ	رَحْمَةً	وَهَيِّئْ	لَنَا	مِنْ	أَمْرِنَا	رَشَدًا
হে আমাদের রব"	আমাদের দাও	থেকে	তোমার পক্ষ	অনুগ্রহ	এবং ব্যবস্থা করে দাও	জন্যে আমাদের	থেকে	আমাদের কাজ	"সুষ্ঠ ভাবে
!Our Lord"	Grant us	from	Yourself	Mercy	and facilitate	for us	[from]	our affair	"right way (in the)

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

হে আমাদের রব! আপনি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।সূরা কাহফঃ ১০

"Our Lord, grant us from Yourself mercy and prepare for us from our affair right guidance."-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ যুবকদল, যাদেরকে ‘আসহাবে কাহ্ফ’(গুহার অধিবাসী) বলা হয়েছে। (বিস্তারিত আলোচনা ১৪৮নং টীকায় আসছে।) তারা যখন নিজেদের দ্বীনের রক্ষার্থে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তখন এই প্রার্থনা করেছিল।
যেকোন সিদ্ধান্তে উপনীত বিষয় বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর রহমত ও সঠিক দিক নির্দেশনার দু’আ

এ ধরনের দো’আ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও করতেন এবং উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেনঃ
“ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا
হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনি যা ফয়সালা করেছেন সেগুলোর সুন্দর সমাপ্তি দিন’’। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮১]

দু’আঃ সূরা মরিয়ম

شَقِيًّا	رَبِّ	بِدُعَآئِكَ	أَكُنۢ	وَلَمۡ	شَيۡبًا	ٱلرَّأۡسُ	وَٱشۡتَعَلَ	مِنِّي	ٱلۡعَظۡمُ	وَهَنَ	إِنِّي	رَبِّ
ব্যর্থকাম	হে আমার রব	কারণে তোমাকে ডাকার	আমি হই	এবং নি	বার্ধক্যের (চিহ্নে)	মাথা (চুল)	এবং উজ্জ্বল (শুভ্র হয়েছে)	আমার হ'তে	হাড় (মজ্জা)	নরম হয়েছে	আমি নিশ্চয়ই (এ অবস্থায় যে)	হে আমার রব"
unblessed	my Lord	in (my) supplication (to) You	have been	and not	white (with)	head (my)	and flared	my bones	my bones	weakened (have)	Indeed, [I]	!My Lord"

رَبِّ اِنِّیۡ وَهَنَ الۡعَظۡمُ مِنِّیۡ وَ اشۡتَعَلَ الرَّاۡسُ شَیۡبًا وَّ لَمۡ اَکُنۡۢ بِدُعَآئِکَ رَبِّ شَقِیًّا ﴿۴﴾

হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। সূরা মরিয়মঃ ৪ "My Lord, indeed my bones have weakened, and my head has filled with white, and never have I been in my supplication to You, my Lord, unhappy.-Sahih International

رَضِيًّا	رَبِّ	وَٱجۡعَلۡهُ	يَعۡقُوبَ	ءَالِ	مِنۡ	وَيَرِثُ	يَرِثُنِي	وَلِيًّا	لَّدُنكَ	مِن	لِي	فَهَبۡ
"সন্তোষজনক	হে আমার রব	এবং তাকে করো	ইয়াকুবের	বংশের	ব্যাপারে	ও উত্তরাধিকারী হবে	আমার উত্তরাধিকারী হবে সে	এক উত্তরাধিকারী	তোমার নিকট	থেকে	আমাকে	তবুও দান করো
"pleasing	my Lord	And make him	Yaqub (of)	family (the)	from	and inherit	Who will inherit me	an heir	Yourself	from	me [to]	So give

فَهَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا ۙ یَّرِثُنِیۡ وَ یَرِثُ مِنۡ اٰلِ یَعۡقُوۡبَ ۫ وَ اجۡعَلۡهُ رَبِّ رَضِیًّا

আপনি আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার রব! তাকে করবেন সন্তোষভাজন। সূরা মরিয়মঃ ৫-৬

give me from Yourself an heir Who will inherit me and inherit from the family of Jacob. And make him, my Lord, pleasing [to You]."
-Sahih International

প্রেক্ষাপটঃ হযরত যাকারিয়া আ বৃদ্ধ বয়সে সন্তান চাচ্ছে; যখন সন্তান হওয়ার সকল প্রকার বাহ্যিক সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। গোপনে আহবান বা দু’আ এই জন্যই করেছিলেন যে, এইভাবে দু’আ আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়। কারণ এর মধ্যে কাকুতি-মিনতি বেশী প্রকাশ পায়।

দো’আর পূর্বে যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ এই যে, এমতাবস্থায় সন্তান না আসাই স্বাভাবিক। এখানে দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, দোআ করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্থতা উল্লেখ করা দো’আ কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ নবুওয়াত-রিসালত তথা ইলমের উত্তরাধিকার। আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা ত্বাহা

প্রেক্ষাপটঃ মূসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর কালাম লাভের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন তিনি নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা’আলারই দারস্থ হলেন। কারণ, তারই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর।তিনি আল্লাহর দরবারে পাঁচটি বিষয়ে দো’আ করলেন। আল্লাহ এমন এক গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন এমন এক লোকের(ফেরাউন) কাছে, যে তখনকার সময়ে যমীনের বুকে সবচেয়ে বেশী অহংকারী, দাম্ভিক, কুফরিতে চরম, সৈন্য-সামন্ত যার অগণিত। বহু বছর থেকে যার রাজত্ব চলে আসছে, তার ক্ষমতার দম্ভে সে দাবী করে বসেছে যে, আল্লাহকে চেনে না।

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আঃ সূরা ত্বাহা

২৫-২৮ আয়াতের দু’আর ব্যাখ্যা

প্রথম দোআ, হে আমার রব, আমার বক্ষ ঈমান ও নবুওয়াত দিয়ে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দিন। [কুরতুবী] অন্য আয়াতে বলেছেন “এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়ছে”। [সূরা আশ-শু’আরা: ১৩] এভাবে তিনি তার অপারগতা ও প্রার্থনা প্বকাশ করলেন। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ অন্তরে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়াতের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোআ, আমার কাজ সহজ করে দিন। এই উপলব্ধি ও অন্তদৃষ্টিও নবুওয়াতেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তা’আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে কারো জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজও কঠিন হয়ে যায়।এ কারণেই হাদীসে মুসলিমদেরকে নিম্নোক্ত দো’আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দোআ করবেঃ “হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করে দেন তা ব্যতীত কোন কিছুই সহজ নেই। আর আপনি চাইলে পেরেশানীযুক্ত কাজও সহজ করে দেন।” [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৩/২৫৫, হাদীস নং ৯৭৪]

তৃতীয় দোআ, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। মূসা আলাইহিস সালাম হারূনকে রিসালাতের কাজে সহকারী করার যে দো’আ করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, “হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী।” [সূরা আল-কাসাসঃ ৩৪] এ থেকে জানা যায় যে, ভাষাগত কিছু একটা সমস্যা তার মধ্যে ছিল। এছাড়া ফিরআউন মুসা আলাইহিস সালাম এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, “সে তার বক্তব্য পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে না”। [সূরা আয-যুখরুফঃ ৫২] মূসা আলাইহিস্ সালাম তার দোআয় জিহবার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকুতে লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলাবাহুল্য, সে পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল।

চতুর্থ দোআ, আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উযীর করুন। এই দোআটি রিসালাতের করণীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। মূসা ‘আলাইহিস সালাম সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উযীর নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন।অভিধানে উযীরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উযীর তার বাদশাহর বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উযীর বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

পঞ্চম দো’আ হচ্ছে, হারূনকে নবুওয়াত ও রিসালাতেও শরীক করুন। মূসা ‘আলাইহিস সালাম তার দো’আয় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উযীর আমার পরিবারভুক্ত লোক হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উযীর করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারূন- যাতে রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

Sisters' Forum In Islam.com

দু'আঃ সূরা ত্বাহা

عِلْمًا	زِدْنِي	رَّبِّ
"জ্ঞান	আমাকে বাড়িয়ে দাও	হে আমার রব"
"knowledge (in)	Increase me	!My Lord"

رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।সূরা ত্বাহাঃ ১১৪
"My Lord, increase me in knowledge."

প্রেক্ষাপটঃ জিবরীল (আঃ) যখন অহী নিয়ে আসতেন ও শুনাতেন, তখন নবী (আঃ)ও তার কিছু ভুলে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি পড়তেন। আল্লাহ তাঁকে এ রকম করতে নিষেধ করে বললেন, প্রথমে অহী মনোযোগ দিয়ে শোনো, তা মুখস্থ করানো ও অন্তরে স্থান করে দেওয়া আমার কাজ; যেমন এ কথা সূরা কিয়ামাহ ১৬-১৯নং আয়াতে বলা হয়েছে।
আল্লাহর কাছে অধিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করতে থাকো। এ নির্দেশে উলামাদের জন্য উপদেশ রয়েছে যে, তাঁরা যেন ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ গবেষণা-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করবেন। তাড়াহুড়ো থেকে দূরে থাকবেন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করার পথ অবলম্বন করতে কোন প্রকার আলস্য ও ত্রুটি করবেন না। এখানে জ্ঞান বলতে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান। কুরআনে এটিকেই 'ইলম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
রাসূল সা এইভাবেও দু'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا।

হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর, যা আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার ইলম আরো বৃদ্ধি কর। (সঃ ইবনে মাজাহ ১/৪৭)

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا
jazakumullah khairan
Sisters' Forum In Islam.com